

কপ-৩১ ও বাংলাদেশের অগ্রাধিকার: নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা
COP31 and Bangladesh's Priorities

জলবায়ু সংকট, কৃষি ও নারী: অভিযোজন, অর্থায়ন ও নায্যতা

Climate Crisis, Agriculture and Women: Adaptation, Finance and Justice



15 October 2026

CIRDAP Auditorium, Dhaka, Bangladesh

www.coastbd.net

IPCC-এর অনুমান অনুযায়ী ২১০০ সালে
বৈশ্বিক উষ্ণতা (প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায়)

১.৫°সে
সীমিত ঝুঁকি
(লক্ষ্য)

≈ ২.৮°সে
বর্তমান প্রতিশ্রুতির
ধারায় সম্ভাব্য উষ্ণতা

১.৫°সে-এর মধ্যে থাকতে হলে প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়নে যেতে হবে

১

জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা দ্রুত কমানো
এবং উত্তরণের সময়সীমা নির্ধারণ



২

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে দ্রুত ও ন্যায়সঙ্গত রূপান্তর
এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি



৩

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নতুন ও অতিরিক্ত,
সহজপ্রাপ্য ও অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন



৪

প্রযুক্তির প্রাপ্যতা, হস্তান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধি



৫

উত্তরণের অগ্রগতি পরিমাপ, প্রতিবেদন ও জবাবদিহিতা

COP28

উত্তরণের রাজনৈতিক অঙ্গীকার (২০৩০ এর মধ্যে
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ৩ গুণ ও জ্বালানি দক্ষতা ২ গুণ)



COP29

অর্থায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ; উত্তরণে নতুন
বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত নেই



COP30

উত্তরণের Roadmap-এর উদ্যোগ, বাধ্যতামূলক
লক্ষ্য/সময়সীমা নয় স্বেচ্ছাভিত্তিক উদ্যোগ)



COP31

অঙ্গীকারকে বাস্তব, সময়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক
বাস্তবায়নে রূপ দেওয়ার দাবি

১.৫°সে লক্ষ্যের রাজনৈতিক ঘোষণার বাইরে নিয়ে বাস্তব, পরিমাপযোগ্য ও জবাবদিহিমূলক পদক্ষেপে রূপ দিতে হবে

জলবায়ু সহায়তা কি নতুন ঋণের বোঝা তৈরি করবে, নাকি ন্যায়সংগত অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিত করবে?

উন্নত দেশগুলোর দাবি , ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মোট ১৩৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন প্রদান ও সংগঠিত করা হয়েছে (OECD, 2026)

\$ ১৩৬.৭ বিলিয়ন

মোট জলবায়ু অর্থায়ন

\$ ১০১.৬ বিলিয়ন

পাবলিক ফাইন্যান্স

৬৭%

পাবলিক ফাইন্যান্স এর মধ্যে ঋণ

২৯%

পাবলিক ফাইন্যান্স এর মধ্যে অনুদান

পাবলিক ফাইন্যান্স এর ধরন

ঋণ-৬৭%

অনুদান-২৯%

- ৩% ইকুইটি

উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ সংকট;

- ২০২৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণ = \$ ১২.৩ ট্রিলিয়ন
- ২০২৫ সালে ঋণ পরিশোধ = \$ ১.৬ ট্রিলিয়ন
- ২০২৪ সালে বৈদেশিক ঋণের সুদ = \$ ৩৮৪ বিলিয়ন
- ২০১৫-২০২৫: ঋণ +৬৫% । ঋণ পরিশোধের চাপ +৮১%
- ৯৪টি দেশ একই ধরনের সুদের হারে ঋণ নিতে পারলে বছরে প্রায় \$ ৫০০ বিলিয়ন পর্যন্ত সুদ সাশ্রয় করতে পারত।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন (UNCTAD)

বেসরকারি অর্থায়ন সংগৃহীত: ৩০.৫ বিলিয়ন ডলার

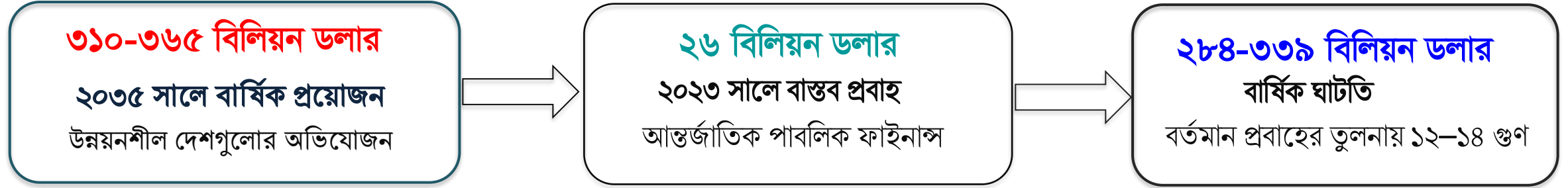
জলবায়ু অর্থায়নে প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়নে যেতে হবে

জলবায়ু ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি তাই কেবল দায় স্বীকারেই নয় কে অর্থ দেবে, কী ধরনের অর্থ দেবে, কখন দেবে, এবং কার কাছে তা পৌঁছাবে বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট হতে হবে। হতে হবে অনুদানভিত্তিক, ঋণ তৈরির হাতিয়ার নয়।

বাড়তি সুদ পরিশোধের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন ব্যয়ের আর্থিক সক্ষমতা হারাচ্ছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিযোজনের মতো খাতে বিনিয়োগের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে।

অভিযোজন অর্থায়ন: বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি বনাম বাংলাদেশের বাস্তবতা

বৈশ্বিক প্রয়োজন—বাস্তব প্রবাহ—ঘাটতি



Source: UNEP- Adaptation Gap Report 2025

৩০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য (NCQG); প্রয়োজনের তুলনায় কতটা?

- ৩০০ বিলিয়নের লক্ষ্যমাত্রা প্রশমন ও অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
- শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজনের প্রয়োজনই ২০৩৫ সালে বছরে ৩১০-৩৬৫ বিলিয়ন ডলার হতে পারে

বাংলাদেশের অভিযোজন অর্থায়নের ঘাটতি



Source: NDC 3.0

“ অভিযোজন অর্থায়নকে কেবল প্রতিশ্রুতি নয়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সময়সীমা, অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে রূপ দিতে হবে। ”

অভিযোজন অর্থায়ন: COP30 থেকে COP31-এর অগ্রাধিকার

COP30-এর মূল সিদ্ধান্ত সমূহ

- অভিযোজন অর্থায়ন ২০৩৫ সালের মধ্যে তিনগুণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে—বিশেষ করে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য।
- **Belém Adaptation Indicators** গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে Global Goal on Adaptation-এর অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামগ্রিক জলবায়ু অর্থায়ন ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে অন্তত ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার জন্য অর্থায়ন বাড়ানো

FRLD: দুর্যোগের সময় অর্থ না এলে ফান্ডের কার্যকারিতা কোথায়?

- নেপালের ২০২৬ সালের রসুয়া-ভোটেকোশি বন্যা: একটি বাস্তব পরীক্ষা (দুর্যোগের পর জরুরি অর্থের প্রয়োজন তৈরি হলেও পৃথক আবেদন (২০ মিলিয়ন \$) অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল)
- প্রথম অর্থায়ন চক্রে ১৭৬টি আবেদনে প্রায় ২.৮ বিলিয়ন ডলার চাহিদার বিপরীতে মাত্র ৩৪২ মিলিয়ন ডলার—তহবিলের পরিমাণকে বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

COP31-এ আমাদের মূল দাবি সমূহ

- ২০৩০ সালের মধ্যে অভিযোজন অর্থায়ন অন্তত ১২০ বিলিয়ন ডলার/বছরে উন্নীত করা [LDC Group-এর দাবি]
- এই অর্থায়ন হতে হবে নতুন ও অতিরিক্ত (new and additional) এবং অনুদানভিত্তিক (grant-based)।
- COP30-এর অভিযোজন অর্থায়ন তিনগুণ করার অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নযোগ্য সময়সীমা, লক্ষ্য ও অগ্রগতি পরিমাপ যোগ্য করা
- NAP বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত অর্থায়ন (fast-track funding) নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পরিকল্পনা কাগজে সীমাবদ্ধ না থাকে।
- Belém Adaptation Indicators ও Belém–Addis Vision on Adaptation-এর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে, যাতে অভিযোজনের অগ্রগতি শুধু মাপা নয়—অর্থায়ন ও বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়।

■ পর্যাপ্ত, নতুন অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন

■ দ্রুত ও সরাসরি অর্থপ্রবেশ

■ জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত-অ্যাক্সেস ব্যবস্থা

GGA: জাতীয় হিসাবের বাইরে স্থানীয় বাস্তবতা কতটা প্রতিফলিত হবে?

বেলেম অভিযোজন সূচক: অগ্রগতি মাপার নতুন কাঠামো

৫৯টি স্বেচ্ছামূলক অভিযোজন সূচক

COP30-এ গৃহীত সূচকগুলো অভিযোজনের অগ্রগতি পরিমাপের একটি সাধারণ কাঠামো তৈরি করেছে।

পানি ও স্যানিটেশন | খাদ্য ও কৃষি | স্বাস্থ্য | বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য |
অবকাঠামো ও মানব বসতি | দারিদ্র্য ও জীবিকা | সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

আমাদের প্রশ্ন ??

জাতীয় গড়ের বাইরে—কারা উপকৃত হচ্ছে, আর কারা পিছিয়ে?

উপকূলীয় চর ও দ্বীপ • লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকা • নারী কৃষক • ক্ষুদ্র কৃষক • দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী

শুধু হিসাব নয়—স্থানীয় বাস্তবতা

কে উপকৃত হচ্ছে, কে পিছিয়ে আছে এবং কেন—
স্থানীয় তথ্য দিয়ে তা দৃশ্যমান করতে হবে।

শুধু কী হয়েছে নয়—কী পরিবর্তন হয়েছে?

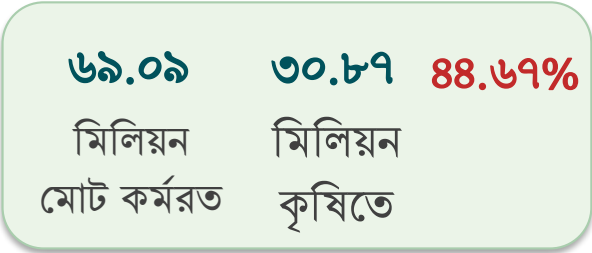
উৎপাদন • পানি ও খাদ্যনিরাপত্তা • জীবিকা ও
আয় • জলবায়ুজনিত ক্ষতি • অভিযোজন সক্ষমতা

পরিমাপ করতে হবে: অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতাও
অর্থায়ন + সক্ষমতা বৃদ্ধি + প্রযুক্তি → বাস্তব
অভিযোজন

“যাদের জন্য অভিযোজন—অভিযোজনের অগ্রগতি নির্ধারণ ও মূল্যায়নে তাদেরই যুক্ত করতে হবে।”

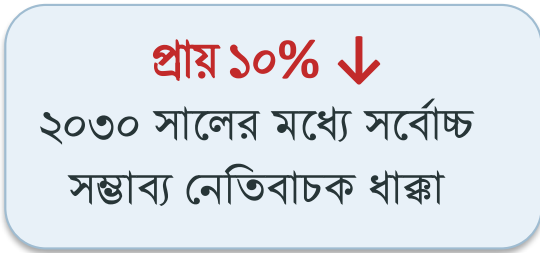
উপকূলে জলবায়ু সংকট: কৃষি ও নারী কৃষকের বাস্তবতা

কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তার ওপর ক্রমবর্ধমান জলবায়ুর প্রভাব



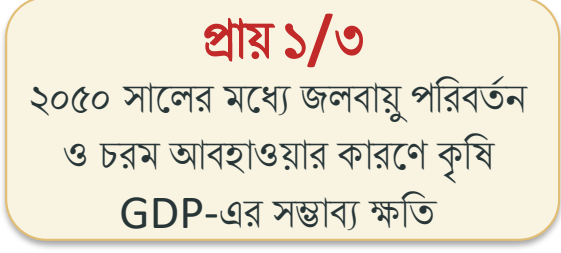
কৃষিতে কর্মসংস্থানের উচ্চ নির্ভরতা

সূত্র: BBS, Labour Force Survey 2024



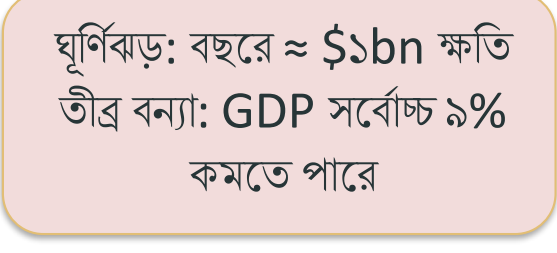
ধান ও গমের উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষতি

সূত্র: IPCC-র পর্যালোচনা



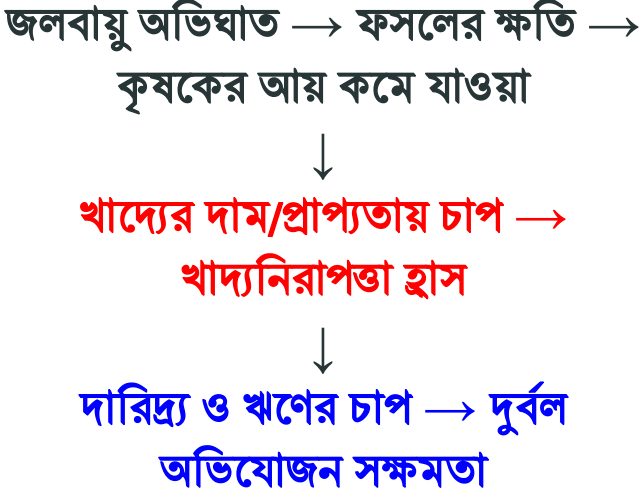
কৃষি GDP-তে বড় ক্ষতির ঝুঁকি

সূত্র: বিশ্বব্যাংকের Country Climate and Development Report for Bangladesh



২০২৪ সালে বাংলাদেশের ৩০.৫% মানুষ মাঝারি বা তীব্র খাদ্য অনিরাপত্তায় এবং ১১.৪% তীব্র খাদ্য অনিরাপত্তায় ছিল। ২০৩০ সালের জাতীয় লক্ষ্য হলো এই হার যথাক্রমে ২৪.২% ও ৬%-এ নামিয়ে আনা।

[Global Nutrition Report](#).



খাদ্যনিরাপত্তা রক্ষা করতে কৃষি অভিযোজনকে কৃষিখাতের আলাদা কর্মসূচি হিসেবে না দেখে এটিকে খাদ্যনিরাপত্তা, জীবিকা, দারিদ্র্য হ্রাস এবং জলবায়ু ন্যায্যতার কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখতে হবে।

উপকূলে লবণাক্ততা: কৃষি ও সুপেয় পানির দীর্ঘমেয়াদি সংকট

লবণাক্ততা এখন শুধু কৃষিজমির সমস্যা নয় কৃষি উৎপাদন, সুপেয় পানি, জনস্বাস্থ্য ও জীবিকার ওপর একই সাথে প্রভাব ফেলছে।

- ১৯টি উপকূলীয় জেলা — প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ ১.০৬ মিলিয়ন হেক্টর / ৬২% —কোনো না কোনো মাত্রায় মাটির লবণাক্ততায় আক্রান্ত
- দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে নদী, পুকুর, মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার প্রভাব বাড়ছে
- $>8 \text{ dS/m}$ মাটির লবণাক্ততায় উচ্চফলনশীল ধানের ফলন প্রায় ১৫.৬% কম হতে পারে
সূত্র: World Bank, Bangladesh CCDR
- পানীয় জলে উচ্চ সোডিয়াম: দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ভূগর্ভস্থ/নলকূপের পানিতে গড় সোডিয়াম ঘনত্ব (৯৩৩ mg/L পর্যন্ত; পাওয়া গেছে।
- স্বাস্থ্যঝুঁকি: ১,০০০ mg/L -এর বেশি সোডিয়ামযুক্ত পানি গ্রহণের সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি (diastolic blood pressure-এর adjusted odds ২.৩ গুণ বেশি) পাওয়া গেছে। BMJ Open, গবেষণা ২০২৬)



লবণাক্ততার প্রভাব : সুপেয় পানি সংকট → সেচের পানির সংকট
→ কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস → উৎপাদন ব্যয় ও ক্ষতি বৃদ্ধি

লবণাক্ততা মোকাবিলা করতে হবে কৃষি, পানি ও স্বাস্থ্য—তিনটি খাতকে একসঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে।

উপকূলীয় নারী কৃষকদের জলবায়ু সংকট ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

১. কৃষিতে বড় অবদান, কিন্তু স্বীকৃতি ও সম্পদে বৈষম্য

- কৃষিশ্রমশক্তিতে নারী ৫৮%—ফসল, পশুপালন, মৎস্য ও ফসল-পরবর্তী কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তবুও অনেক ক্ষেত্রে নারীকে স্বতন্ত্র “কৃষক” ও Economic Producer হিসেবে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।
- জমির মালিকানা/অধিকারধারী মাত্র ১২.৩২% নারী; Owner Holding-এ ১৩.১৮%।
- কৃষিক্ষণ, বীজ, উপকরণ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা ও বাজারে প্রবেশাধিকারে বৈষম্য।
- ন্যায্য মজুরি ও সমকাজে সমমজুরি এখনও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন।

২. পানি, প্রযুক্তি ও সামাজিক বৈষম্যে নারী কৃষকের বাড়তি ঝুঁকি

- লবণাক্ততা ও নিরাপদ পানির সংকট কৃষি ও পরিবারের ওপর চাপ বাড়ায়; পানি সংগ্রহের দায়িত্ব নারীর ওপর পড়লে সময় ও শ্রমের বোঝা বাড়ে।
- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে বাধা: জমির মালিকানা, চলাচলের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক রীতি ও তথ্যপ্রাপ্তির ঘাটতি।
- ডিজিটাল কৃষি তথ্য ব্যবহারে বাধা: কম Digital Literacy, মোবাইল/ইন্টারনেটের সীমিত সুযোগ, Mobility Restrictions ও Social Norms।



- সামাজিক ও স্বাস্থ্যঝুঁকি: বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও ক্ষতিকর Social Norms নারীর নিরাপত্তা, চলাচল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত করে।

জলবায়ু সংকট নারী কৃষকের জন্য শুধু উৎপাদন ও আয়ের সংকট নয়—পানি, সময়, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ায়

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় কৃষি ও নারী কৃষক

- NAP-এ জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তি, কৃষি বহুমুখীকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বীমা ও কৃষি সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব।
- নারীর জন্য জীবিকা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর অঙ্গীকার
- Gender-responsive budgeting, gender-specific expenditure tracking এবং অভিযোজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ।
- ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের জন্য Climate Resilience Fund এবং স্থানীয় পর্যায়ে নারীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ।

অঙ্গীকার থেকে বাস্তব সুফলে যেতে আমাদের সুপারিশসমূহ:

- (ক) নারী কৃষককে শুধু “ঝুঁকিপূর্ণ নারী” বা “কৃষক” হিসেবে নয়, স্বতন্ত্র উৎপাদনকারী ও অর্থনৈতিক অংশীজন হিসেবে অভিযোজন নীতি ও অর্থায়নে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- (খ) নারী কৃষকের জন্য অর্থায়ন ট্র্যাকিং: কৃষি অভিযোজনে বিনিয়োগের কত অংশ নারী কৃষকের কাছে পৌঁছাচ্ছে—এটি আলাদাভাবে ট্র্যাক করতে হবে।
- (গ) উৎপাদন-সম্পদে সরাসরি প্রবেশাধিকার: জমি, কৃষিঋণ, বীজ/উপকরণ, প্রযুক্তি, বীমা, সম্প্রসারণ সেবা ও বাজারে নারীর প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ পরিমাপযোগ্য করা।



NAP-এ স্থানীয় সরকারে community-based organizations, women, persons with disabilities ও youth-কে locally led adaptation বাস্তবায়নে যুক্ত করার intervention রয়েছে; এখন প্রয়োজন বাস্তব স্থানীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা।

নারী কৃষকের জন্য ট্র্যাকযোগ্য অর্থায়ন, সম্পদে প্রবেশাধিকার, সিদ্ধান্তক্ষমতা ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল

নারী কৃষকদের জন্য নীতিগত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়নে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থা: আমাদের সুপারিশসমূহ

(ঘ) শুধু “কতজন নারী উপকৃত” নয়,কী পরিবর্তন হলো? নারী কৃষকের উৎপাদন, আয়, সম্পদে নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়ক্ষতি, সময়-শ্রমের বোঝা ও অভিযোজন সক্ষমতার পরিবর্তন পরিমাপ করতে হবে।

(ঙ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থবহ অংশগ্রহণ: স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও কৃষি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে নারী কৃষকের অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। নারী কৃষক ও নারী-নেতৃত্বাধীন সংগঠনকে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অংশীদার করতে হবে।

পরিকল্পনা→বাজেট→বাস্তবায়ন→মূল্যায়ন-এর প্রতিটি ধাপে নারী কৃষকের মতামত নিশ্চিত করতে হবে।

(চ) প্রযুক্তি ও সেবায় নারী কৃষকের বাস্তব প্রয়োজন: প্রযুক্তি, বীজ, কৃষিযন্ত্র ও কৃষি সেবা নির্বাচনে ব্যবহারযোগ্যতা, সময় ও শ্রমের বোঝা এবং নারী কৃষকের বাস্তব প্রয়োজন বিবেচনায় নিতে হবে।

(ছ) সরাসরি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থপ্রবেশ: নারী কৃষক ও নারী-নেতৃত্বাধীন সংগঠনের জন্য সহজ, সরাসরি, পূর্বানুমানযোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। জামানত ও সম্পত্তির মালিকানার মতো কাঠামোগত বাধা দূর করতে হবে।

(জ) লবণাক্ততাকে আন্তঃখাতীয় জলবায়ু সংকট হিসেবে বিবেচনা: কৃষি, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্য ও নারী-পরিবারের জীবিকায় এর বহুমাত্রিক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অভিযোজন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগে সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে।



“কৃষিখাতে নারী শ্রমিকের জন্য সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করে মজুরি বৈষম্য দূর করতে হবে”

“নারী ও ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ও সরাসরি অভিযোজন অর্থায়ন”



“কৃষি অভিযোজনের
বিনিয়োগ তখনই
ন্যায্য ও কার্যকর হবে,
যখন নারী কৃষকের
অর্থায়ন, সম্পদ,
সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রযুক্তি
ও বাজারে সমান
প্রবেশাধিকার এবং
বাস্তব সুফল নিশ্চিত
হবে”

আমরা আলোচনা করতে পারি-----